JUN 19 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ৪ ...

বর্তমান মজুদে গ্যাস রপ্তানির সুযোগ নেই

তিন বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সেমিনারে ৫ দফা সুপারিশ

কাগজ প্রতিবেদক : 'বাংলাদেশের গ্যাস মজুদ' সম্পর্কে ঢাকা, রাজশাহী এবং জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিভাগের যৌথ আয়োজনে এক সেমিনার থেকে দেশের বর্তমান মজুদ দিয়ে গ্যাস রপ্তানির কোনো সুযোগ নেই বলে উল্লেখ করে ৫ দফা সুপারিশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট গ্যাস সম্পদের (রিসোর্স) ওপর যে তথ্য দিয়েছে তা নিয়ে নীতিনির্ধারকদের ঐ মুহূর্তে প্রভাবিত করার কোনো সুযোগ নেই। যেহেতু ঐসব তথ্য শুধুমাত্র জল্পনাকল্পনায় সীমাবদ্ধ সেহেতু তা কোনো বাণিজ্যিক কার্যক্রমে ব্যবহার করলে শুধু বিভ্রান্তিই বাড়বে। গ্যাস সম্পদ মানে গ্যাস মজুদ নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা ফ্যাকাল্টির মিলনায়তনে দিনব্যাপী এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর এ এস এম ওবায়েদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশাররফ হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর জসিমউদ্দিন আহমেদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর সৈয়দ রশিদ হাসান। দিনব্যাপী সেমিনারের টেকনিক্যাল সেশনে গ্যাস মজুদ নিয়ে দেশের জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা পৃথক পৃথক প্রবন্ধ উত্থাপন করেন।

জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেন, গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র বা কোনো দেশের চাপ নেই। উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (পিএসসি) অনুযায়ী আইওসি (আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি) গুলোর চাপ আছে। তাছাড়া গ্যাস রপ্তানি না করলে দেশের পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস দেওয়া সম্ভব হবে না। কেননা পাইপ লাইন টানার পয়সা আমাদের নেই। তিনি বলেন, ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বর্তমান মজুদে গ্যাস রপ্তানির

● শেষের পাতার পর

জ্বালানি খাতের ভবিষ্যৎ সংকটময়। নতুন করে কূপ খনন না করলে আগামী বছর থেকে দেশে গ্যাস সংকট দেখা দেবে।

তিনি বলেন, সরকার এখনো গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। জাতীয় দুই কমিটির রিপোর্টের পরই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে রাজনীতির চেয়ে অর্থনীতিকে গুরুত্ব বেশি এবং আবেগতাড়িত না হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। তিনি বলেন, দেশে যে পরিমাণ কয়লা মজুদ আছে, তা ৫০ টিসিএফ গ্যাসের সমান।

মন্ত্রী বলেন, গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম সেক্টরে লুটপাট চলছে। যতো আন্দোলনই হোক তেল আমদানি ও বিপণন বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে, সিস্টেম লসের নামে গ্যাস চুরির সঙ্গে শুধু ইউনিয়ন নয়, কর্মকর্তারাও জড়িত। তিতাসে কিছু বদলি করা হয়েছে। আগামীতে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঢাকা ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই উপাচার্য বলেছেন, দেশের গ্যাস মজুদের হিসাব বিভ্রান্তিকর। জাতীয় স্বার্থে এ ব্যাপারে শিগগির একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। টেকনিক্যাল সেশনে বিশিষ্ট জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. বদরুল ইমাম দেশের গ্যাস মজুদের ব্যাপারে বলেছেন, দেশের গ্যাস মজুদ ১১ দশমিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ)। এরপরও গ্যাস মজুদ নিয়ে হয়তো অজ্ঞতা অথবা কারো স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দেওয়া হচ্ছে। তবে এখানে এই বিভ্রান্তিটি সৃষ্টি হয়েছে গ্যাস মজুদ ও সম্পদ নির্ধারণের শর্তগুলোর অপব্যবহারের কারণে। তিনি বলেন, দেশের সম্ভাব্য প্রমাণিত গ্যাস মজুদ ১১ দশমিক ৫ টিসিএফ-এর মধ্যে প্রমাণিত গ্যাস মজুদ মাত্র ৭ টিসিএফ।

সাবেক অতিরিক্ত সচিব নুরুদ্দিন মাহমুদ কামাল এবং সাবেক পেট্রোবাংলা চেয়ারম্যান এস কে এম আব্দুল্লাহ যৌথভাবে উত্থাপিত প্রবন্ধে বলেছেন, দেশে গ্যাস মজুদ এখন ১১ টিসিএফের বেশি নয়। পেট্রোবাংলার হিসাব অনুযায়ী ২০১৯ সালে এই মজুদ নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারা বলেন, দেশের ৭০ শতাংশ বাণিজ্যিক জ্বালানি হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। সুতরাং এর ব্যবহার এবং এ ব্যাপারে সাবধানে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মার্কিন তেল কোম্পানি ইউনোক্যাল বাংলাদেশের প্রধান ভূতাত্ত্বিক কর্মকর্তা এ এইচ এম শামসুদ্দিন দেশের বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্রের উৎপাদন ডাটা বর্ণনা করে বলেন, দেশে গ্যাস মজুদ ১১ টিসিএফ নয়, ১৬ টিসিএফ। এ ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। তিনি বলেন, বিবিয়ানা ক্ষেত্রে মোট মজুদ হচ্ছে ৬ দশমিক ৬ টিসিএফ। তবে এর মধ্যে প্রমাণিত উত্তোলনযোগ্য মজুদ হচ্ছে ২ দশমিক ৪ টিসিএফ। ওসান এনার্জির ভূতত্ত্ববিদ এম জসিমউদ্দিন বলেছেন, ২২ নম্বর ব্লকটি খুবই সম্ভাবনাময়। এই ব্লকে গ্যাস এবং তেল পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক। সেখানে 'শেল'-এর কর্মকর্তা আবেদ লোধি এবং সিদ্দিকুর রহমান, বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ মতিন, বুয়েটের অধ্যাপক দিল আফরোজা বেগমও প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সেমিনার শেষে তর্ক-বিতর্কের পর সুপারিশ করা হয় যে, দেশের প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য মজুদকে আলাদাভাবে দেখানো উচিত। পরে যাতে মজুদ নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা না দেয়। আর প্রকৃত মজুদ নির্ণয় করতে সরকার আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারে। বর্তমান ১১ টিসিএফ গ্যাস মজুদ হচ্ছে প্রমাণিত ও সম্ভাব্য গ্যাস মজুদ। ব্যবসায়িক লেনদেন ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রমানিত মজুদই ব্যবহার করা বাঞ্ছণীয়। সম্ভাব্য মজুদ নয়।

সেই হিসেবে প্রমাণিত মজুদ কতো তা সরকারিভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন, আগামীতে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রমাণিত মজুদকেই বিবেচনা করা উচিত।